ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে

আদি পর্ব : দ্বিতীয় খণ্ড

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
এম. এ. ; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপক ; পি. এইচ. ডি. ;
মুআট পদক প্রাপক ; প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয়
ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সাহিত্যলোক
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

সূচিপত্র

নিবেদন : দ্বিতীয় সংস্করণ ৫—৬

নিবেদন : প্রথম সংস্করণ ৭—১০

প্রথম অধ্যায় : গুপ্তযুগ : সমাজ-জীবন ও অর্থনীতি ১৯—৫৪

সমাজ-জীবন : চতুর্বর্ণ—ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার ১৯ ; শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি ২০ ; বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস ২১। সংকর জাতি ২২। বিদেশিদের ভারতীয়করণ ২৩। *নারী-সমাজ*—শিক্ষা ও নারী ২৩ ; বিবাহের বয়স ২৪ ; বিবাহ ও তার প্রকারভেদ ২৪ ; পুরুষ-সমাজে বহুগামিতা ২৫ ; স্ত্রীর কর্তৃত্ব ২৫ ; পর্দাপ্রথা ২৫ ; স্ত্রীধন ২৬ ; সতীপ্রথা ২৬ ; বিধবা-বিবাহ ২৬ ; দেবদাসী ২৬ ; গণিকা ২৬। দাসপ্রথা ২৭। নাগরক সম্প্রদায় ২৭। প্রমোদ-অনুষ্ঠান ২৯। চতুরাশ্রম ২৯। প্রসাধন, খাদ্য ও পানীয় ২৯। রোগ ও তার প্রতিকার ২৯। শিক্ষা ৩০। প্রগতিশীল সমাজ-জীবন ৩০। *অর্থনীতি : কৃষি-অর্থনীতি*—কৃষিজ ফলন ৩০ ; নীল উৎপাদন ৩১ ; দুর্ভিক্ষ ৩১ ; সেচ প্রকল্প ৩১ ; জমির শ্রেণি-বিভাগ ৩১ ; জমির পরিমাপ ৩২ ; জমির মূল্য ৩৩ ; অগ্রহার-ব্যবস্থা ৩৪ ; জমির মালিকানা ৩৬ ; ভূমিরাজস্ব ৩৮। *কারিগরি শিল্প*—ধাতু-শিল্প ৩৯ ; মণি-রত্ন-গজদন্ত শিল্প ৪০ ; মৃৎশিল্প ৪১ ; চর্মশিল্প ৪১ ; বস্ত্রশিল্প ৪১ ; দারুশিল্প ৪১ ; তেল-উৎপাদন ৪১ ; অঙ্গরাগ শিল্প ৪২ ; মদ ৪২ ; লবণ ৪২ ; শিল্পে রাষ্ট্রের ভূমিকা ৪২। *বাণিজ্য*—হাট, বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র ৪২ ; বাণিজ্যিক পথ ৪৩ ; শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ ৪৩ ; আন্তর বাণিজ্য ৪৩ ; *বহির্বাণিজ্য* : পারস্য ও পূর্ব ইউরোপ ৪৪ ; পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরসমূহ ৪৪ ; ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কা ৪৪ ; ভারতবর্ষ এবং চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৪৫ ; পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব ৪৫। শুল্ক ৪৫। পেশাদারি সংগঠন ৪৫। বণিক্ গ্রাম ৪৮ ; মুদ্রা ব্যবস্থা ৪৮। নগরায়ণ ৪৯। সামন্ততন্ত্র ৫০।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গুপ্তযুগে ধর্ম ও সাহিত্য ৫৫—৮০

গুপ্তযুগে ধর্ম—ধর্মীয় জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৫৫। *বৈষ্ণবধর্ম*—বাসুদেব ও বিষ্ণুর অভেদত্ব ৫৫ ; বৈষ্ণবধর্মের অগ্রগতির কারণ ৫৫ ; বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ৫৫ ; বিষ্ণু-কাহিনির জনপ্রিয়তা ৫৬ ; বিষ্ণুর অবতারবাদ ৫৬ ; ব্যূহপূজা ৫৭ ; বিষ্ণু-মূর্তি ৫৭ ; লক্ষ্মী বা শ্রী ৫৮ ; বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার সম্মিলিত পূজা ৫৮। *শৈবধর্মের জনপ্রিয়তা* ৫৮—পাশুপত সম্প্রদায় ৫৮ ; শৈবকেন্দ্র ৫৯ ; শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ ৫৯ ; অর্ধ-নারীশ্বরমূর্তি ৬০ ; শিবের অবতারত্ব ৬০ ; গণেশ ৬০ ; স্কন্দ ৬০। ব্রহ্মা ৬১। সূর্য ৬১। শাক্তধর্ম ৬২। মাতৃকা-পূজা ৬২। তন্ত্রসাধনা ৬৩। *বৌদ্ধধর্ম* ৬৩—বৌদ্ধকেন্দ্র ৬৪ ; বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক ৬৪ ; যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী ৬৪ ; মহাযান বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ৬৪ ; ফা শিয়েনের বর্ণনা ৬৫ ; বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ৬৫। *জৈনধর্ম*—জৈন কেন্দ্র ৬৬ ; উত্তর ও পূর্ব বাংলায় জৈনধর্ম ৬৬ : বলভী সম্মেলন ৬৬। *গুপ্তযুগে সাহিত্য*—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্তযুগের গুরুত্ব ৬৬ ; মহাভারত ৬৭ ; পুরাণ ৬৭ ; উপপুরাণ ৬৯ ; ধর্মশাস্ত্র ৬৯ ; কামসূত্র ৬৯ ; কামন্দকীয় নীতিসার ৭০ ; কালিদাস ৭০ ; ভট্টি ৭৪ ; বিষ্ণুশর্মা ৭৫ ; শূদ্রক ৭৫ ; ভারবি ৭৬ ; দিঙ্‌নাগ ৭৬ ; অসঙ্গ ৭৭ ; বসুবন্ধু ৭৭ ; বুদ্ধঘোষ ৭৭ ; আর্যভট ৭৭ ; বরাহমিহির ৭৮ ; অমরসিংহ ৭৮ ; চন্দ্রগোমী ৭৮ ; আর্যশূর ৭৮ ; আরও কতিপয় সাহিত্যসেবী ৭৮ ; লেখমালার সাহিত্যিক মূল্য ৭৯।

তৃতীয় অধ্যায় : গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ৮১—৯৫

স্থাপত্য—স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে গুপ্তযুগের গুরুত্ব ৮১ ; সৌধস্থাপত্য ৮১। *প্রস্তরখোদিত স্থাপত্য* ৮৩—অজন্টা ৮৪ ; এলোরা ৮৫ ; বাঘ ৮৫ ; মিশ্র স্থাপত্য-শৈলী ৮৬। *ভাস্কর্য-শিল্প*—সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৮৬ ; মথুরা ৮৮ : সারনাথ ৮৯ ; মনকুওয়ার ও দেওগড় ৮৯ ; মধ্যপ্রদেশ ৯০ ; পূর্ব

ভারত ৯০ ; অজন্টা ও বাঘ ৯১ ; পোড়ামাটির ভাস্কর্য ৯১ ; মুদ্রা ৯২। *চিত্রকলা*—অজন্টা ৯২ ; বাঘ ৯৫। অজন্টা-এলোরা ও গুপ্ত রাজকুল ৯৫।

চতুর্থ অধ্যায় : বাকাটক রাজবংশ ৯৬—১২৩

ভূমিকা ৯৬ ; বংশ-পরিচয় ৯৬ ; আদি বাকাটক রাজ্য ৯৬ ; আবির্ভাব-কাল ৯৭। *রাজকাহিনি*—বিন্ধ্যশক্তি ৯৮ ; প্রথম প্রবরসেন ৯৮ ; প্রথম রুদ্রসেন—মুখ্য বাকাটক শাখা ৯৯ ; বৎসগুল্ম বা বাশিম শাখা ৯৯ ; প্রথম পৃথিবীষেণ ১০০ ; দ্বিতীয় রুদ্রসেন ১০০ ; প্রভাবতীগুপ্তার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসনিক ভূমিকা ১০১ ; দ্বিতীয় প্রবরসেন ১০২ ; নরেন্দ্রসেন ১০৪ ; দ্বিতীয় পৃথিবীষেণ ১০৫। *বৎস্যগুল্ম শাখা*—সর্বসেন ১০৬ ; দ্বিতীয় বিন্ধ্যশক্তি ১০৬ ; দ্বিতীয় প্রবরসেন ১০৬ ; দেবসেন ১০৭ ; হরিষেণ ১০৭ ; হরিষেণোত্তর পর্ব ১০৮। প্রশাসন-ব্যবস্থা ১০৯। সমাজ-জীবন ১১২। *অর্থনৈতিক ইতিহাস* ১১৩ ; অগ্রহার-ব্যবস্থা ১১৪ ; মুদ্রা ১১৬ ; ধর্মীয় জীবন ১১৬। সাহিত্য ১১৭। *স্থাপত্য*—মন্দির-স্থাপত্য ১১৮ ; গুহা-স্থাপত্য ১১৯। ভাস্কর্য ১২০। চিত্রকলা ১২১।

পঞ্চম অধ্যায় : গুপ্তোত্তর পর্বে উত্তর ভারত ১২৪—১৪৬

ভূমিকা ১২৪। *উত্তরকালীন গুপ্ত রাজবংশ*—বংশ-পরিচয় ১২৪ ; প্রতিষ্ঠা-কাল ১২৪ ; আদি রাজ্য ১২৪। *রাজবৃত্তান্ত*—কৃষ্ণগুপ্ত ১২৭ ; হর্ষগুপ্ত ১২৭ ; প্রথম জীবিতগুপ্ত ১২৭ ; প্রথম কুমারগুপ্ত ১২৭ ; দামোদরগুপ্ত ১২৮ ; মহাসেনগুপ্ত ১২৯। *কান্যকুব্জের মৌখরি রাজবংশ*—উদ্ভব ও আদি ইতিহাস ১৩০। কতিপয় মৌখরি পরিবার ১৩১। প্রাক্-হরিবর্মা পর্ব ১৩১। *কান্যকুব্জের মৌখরি রাজন্যবৃন্দ*—মহারাজ হরিবর্মা ১৩২ ; মহারাজ আদিত্যবর্মা ১৩২ ; মহারাজ ঈশ্বরবর্মা ১৩২ ; মহারাজাধিরাজ ঈশানবর্মা ১৩২ ; মহারাজাধিরাজ শর্ববর্মা ১৩৪ ; মহারাজাধিরাজ অবন্তিবর্মা ১৩৫ ; মহারাজাধিরাজ গ্রহবর্মা ১৩৫ ; মহারাজাধিরাজ সুব বা সুচ ১৩৫ ; মৌখরি অন্ধ (?) ১৩৫। বঙ্গ-সমতটের (গৌড়ের?) *অভ্যুত্থান*—মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ১৩৬ ; মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্য ১৩৬ ; মহারাজাধিরাজ সমাচারদেব ১৩৭ ; পৃথুবীর ও সুধন্যাদিত্য ১৩৭ ; মহারাজাধিরাজ জয়নাগ ১৩৭। *গুজরাতের মৈত্রক রাজবংশ*—রাজ-বৃত্তান্ত ১৩৮ ; দ্বিতীয় জৈন মহাসম্মেলন ১৪০। কামরূপের বর্মা রাজবংশ ১৪০। *ওড়িশার কতিপয় আঞ্চলিক রাজবংশ*—বিগ্রহ রাজবংশ ১৪২ ; মান রাজবংশ ১৪২ ; শৈলোদ্ভব রাজবংশ ১৪৩। *স্থাণ্বীশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশ*—আদি রাজন্যবৃন্দ ১৪৩ ; মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধন ১৪৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন ১৪৭—১৮৪

ভূমিকা ১৪৭। প্রভাকরবর্ধনের অসুস্থতা ও মৃত্যু ১৪৭। রাজ্যবর্ধনের কান্যকুব্জ অভিযান ও মৃত্যু ১৪৮। হর্ষবর্ধনের কান্যকুব্জ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা ও কান্যকুব্জ অধিকার ১৫০। হর্ষবর্ধনের প্রথম পূর্ব ভারত অভিযান ১৫২ ; বলভী অভিযান ১৫৪ ; হর্ষ-পুলকেশী সংঘর্ষ ১৫৫ ; হর্ষবর্ধনের দ্বিতীয় পূর্ব ভারত অভিযান ১৫৬ ; হর্ষবর্ধন ও নেপাল ১৫৮ ; হর্ষবর্ধন ও সিন্ধুরাজ্য ১৫৯ ; হর্ষবর্ধন ও কাশ্মীর ১৫৯ ; হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা ১৬০ ; হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয়ের কালক্রম ১৬১ ; হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ১৬৩ ; চিন-ভারত সম্পর্ক ১৬৫ ; হর্ষাব্দ ১৬৬। *প্রশাসন-ব্যবস্থা*—রাজা ও রাজপদ ১৬৬ ; কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-সংস্থা ১৬৭ ; আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ ১৬৭। *কেন্দ্রীয় রাজপুরুষবৃন্দ*—১৬৭ ; মহাক্ষপটলাধিকৃত ১৬৮ ; মহাসান্ধিবিগ্রহাধিকৃত ১৬৮ ; মহাপ্রতীহার ১৬৮ ; রহসি-নিযুক্ত ১৬৮ ; কুমারামাত্য ১৬৮ ; মহাপ্রমাতা ১৬৮ ; মহাদণ্ডনায়ক ১৬৮ ; লোকপাল ১৬৮ ; ভুক্তি ১৬৯ ; বিষয়-প্রশাসন ১৬৯ ; পঠক ১৬৯ ; গ্রাম-প্রশাসন ১৬৯ ; আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ১৬৯ ; কঠোর দণ্ডবিধি ১৭০। *সমাজ-জীবন*—চাতুর্বর্ণ্য ও বিভিন্ন জাতি ১৭০ ; সামাজিক জীবন-যাত্রা প্রসঙ্গে বাণভট্ট ও শুয়েন চাঙ ১৭০। *নারী*—স্ত্রীশিক্ষা ১৭২ ; সতীপ্রথা ১৭৩ ; দেবদাসীপ্রথা ১৭৩। *শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*—নালন্দা মহাবিহার ১৭৩। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষি ও শিল্প ১৭৪ ; শিল্পজাত

সামগ্রী ১৭৫ ; ব্যবসা-বাণিজ্য ১৭৫। *রাজস্ব*—ভাগ ১৭৬ ; ভোগ ১৭৬ ; কর ১৭৬ ; হিরণ্য ১৭৬ ; বেতনদান-পদ্ধতি ১৭৭ ; নগরায়ণ ১৭৭। *ধর্মীয় জীবন*—পুষ্যভূতি রাজাদের ধর্মমত ১৭৮ ; শৈবধর্ম ১৭৮ ; ব্রহ্মা ১৭৯ ; সূর্য ১৭৯ ; শক্তিপূজা ১৭৯ ; জৈনধর্ম ১৭৯ ; বৌদ্ধধর্ম ১৭৯। *হর্ষবর্ধন ও বৌদ্ধধর্ম*—প্রয়াগ সমারোহ ১৮০ ; কান্যকুব্জ ধর্ম সম্মেলন ১৮০ ; ওড়িশায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসারে হর্ষবর্ধনের ভূমিকা ১৮২। ভাষা ও সাহিত্য ১৮২। উপসংহার ১৮৩।

সপ্তম অধ্যায় : গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ও কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা ১৮৫—১৯৯

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক—বংশ-পরিচয় ১৮৫ ; আদি রাজনৈতিক জীবন ১৮৫ ; গৌড়-মালব জোট গঠন ১৮৬ ; রাজ্যজয় ১৮৬ ; শশাঙ্ক ও কামরূপ ১৮৮ ; কান্যকুব্জ-অভিযান ১৮৮ ; রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ও শশাঙ্কের ভূমিকা ১৮৯ ; কান্যকুব্জ হতে প্রস্থান ১৯০ ; শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ-ঘোষণা ও সাময়িক বিরতি ১৯০ ; শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন সংঘর্ষ ১৯০ ; ধর্মমত ১৯২ ; মুদ্রা ১৯৩ ; রাজত্বের অবসান ১৯৩ ; মূল্যায়ন ১৯৩। *কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা*—বংশ-পরিচয় ১৯৪ ; সিংহাসনে আরোহণ ১৯৪ ; হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ১৯৫ ; বাংলায় রাজ্য বিস্তার ১৯৫ ; রাজ্যের বিস্তৃতি ১৯৬ ; ওয়াং শুয়ান চে'র ভারত-অভিযান ও ভাস্করবর্মার ভূমিকা ১৯৭। *ভাস্কর—হর্ষ সম্পর্ক* ১৯৭ ; ধর্মমত ১৯৮ ; শুয়েন চাঙের বর্ণনায় কামরূপ ১৯৮ ; মৃত্যু ১৯৮ ; উপসংহার ১৯৮।

অষ্টম অধ্যায় : বাদামির চালুক্য রাজবংশ এবং চালুক্যপর্বের প্রশাসন-ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক—ধর্মীয় জীবন, ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ২০০—২৩০

ভূমিকা ২০০। নামকরণ ২০০। উদ্ভব ২০০। আদি ইতিহাস ২০১। *রাজবৃত্তান্ত*—প্রথম পুলকেশী ২০১ ; প্রথম কীর্তিবর্মা ২০২ ; মঙ্গলেশ ২০২। *দ্বিতীয় পুলকেশী*—ভূমিকা ২০৪ ; রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ২০৪ ; দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সমরাভিযান ২০৪ ; লাট, মালব ও গুর্জর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার ২০৫ ; পূর্ব দাক্ষিণাত্য অভিযান ২০৫ ; প্রথম মহেন্দ্রবর্মার বিরুদ্ধে অভিযান ২০৫ ; দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধন ২০৬ ; দ্বিতীয় পূর্ব দাক্ষিণাত্য অভিযান ২০৭ ; পুলকেশীর পল্লবরাজ্যে দ্বিতীয় অভিযান ও নরসিংহবর্মার প্রত্যাঘাত ২০৮ ; শুয়েন চাঙের চালুক্যরাজ্য পরিদর্শন ২০৮ ; পারস্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ২০৯ ; মূল্যায়ন ২০৯। প্রাক্-প্রথম বিক্রমাদিত্য পর্ব ২১০ ; প্রথম বিক্রমাদিত্য ২১০ ; বিনয়াদিত্য ২১২ ; বিজয়াদিত্য ২১২ ; দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ২১৩ ; দ্বিতীয় কীর্তিবর্মা ২১৪। *প্রশাসন-ব্যবস্থা*—রাজা ২১৫ ; প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা ২১৬ ; জেলা ও তালুক প্রশাসন ২১৬ ; নগর-প্রশাসন ২১৭ ; গ্রাম-প্রশাসন ২১৭। সমাজ-জীবন ২১৭। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষি ও শিল্প ২১৮ ; রাজস্ব ২১৯ ; সমকালীন মন্দিরগুলির অর্থনৈতিক ভূমিকা ২২০ ; মুদ্রা ২২০। *ধর্মীয় জীবন*—জৈনধর্ম ২২১ ; বৌদ্ধধর্ম ২২১ ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম ২২১ ; খ্রিস্টধর্ম ২২২। *ভাষা ও সাহিত্য*—সংস্কৃত ও কানাড়া সাহিত্য ২২২। *স্থাপত্য*—গুহা-মন্দির ২২৩ ; সৌধ-স্থাপত্য ২২৫। ভাস্কর্য-শিল্প ২২৮।

নবম অধ্যায় : কাঞ্চীপুরমের পল্লব রাজবংশ এবং পল্লব পর্বের প্রশাসন-ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক—ধর্মীয় জীবন, ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ২৩১—২৬৮

পল্লবদের জাতি-পরিচয় ও আদি নিবাস ২৩১। আদি পল্লব রাজগণ ২৩৩। তৃতীয় সিংহবর্মা ২৩৪। সিংহবিষ্ণু ২৩৫। *প্রথম মহেন্দ্রবর্মা*—রাজনৈতিক জীবন ২৩৬ ; স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ২৩৭ ; ধর্মমত ২৩৭। *প্রথম নরসিংহবর্মা*—রাজনৈতিক জীবন ২৩৮ ; শুয়েন চাঙের পল্লবরাজ্য পরিদর্শন ২৩৯ ; নরসিংহবর্মা ও মহাবলিপুরমের স্থাপত্যকীর্তি ২৪০। দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মা ২৪০। প্রথম পরমেশ্বরবর্মা ২৪০। *দ্বিতীয় নরসিংহবর্মা*—দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ২৪২ ; রাজ্যবিস্তার ২৪২ ; ধর্মমত ২৪৩ ; শিক্ষানুরাগ ২৪৩ ; স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার

পৃষ্ঠপোষকতা ২৪৩। দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মা ২৪৪। দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল ২৪৪। দন্তিবর্মা ২৪৬। তৃতীয় নন্দিবর্মা ২৪৭। নৃপতুঙ্গ ২৪৭। অপরাজিত ২৪৮। *প্রশাসন-ব্যবস্থা*—রাজা ও রাজকীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ২৪৯; মন্ত্রিমণ্ডল ও পদস্থ রাজপুরুষবৃন্দ ২৫০; প্রদেশ ও জেলা-প্রশাসন ব্যবস্থা ২৫১; গ্রাম-প্রশাসন ২৫১। সমাজ-জীবন ২৫২; অর্থনৈতিক জীবন ২৫২; অগ্রহার-ব্যবস্থা ২৫৩; ভাষা ও সাহিত্য—সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্য ২৫৬। *ধর্মীয় জীবন*—শৈবধর্ম ২৫৭; শৈবধর্ম ও নায়নার সাধকবৃন্দ ২৫৭; বৈষ্ণবধর্ম ও আড়বার সাধকগণ ২৫৯; ধর্ম-সাধনায় প্রেম ও ভক্তির ভূমিকা ২৬০। *পল্লব যুগের স্থাপত্য-শিল্প*—মহেন্দ্রবর্মা পর্ব ২৬০; মামল্ল পর্ব ২৬২; রাজসিংহ পর্ব ২৬৩; নন্দিবর্মা পর্ব ২৬৫। ভাস্কর্য-শিল্প ২৬৬। উপসংহার ২৬৮।

দশম অধ্যায় : রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ২৬৯—৩০৩

প্রস্তাবনা ২৬৯। উদ্ভব ও আদি ইতিহাস ২৬৯। *রাজ কাহিনি*—দন্তিদুর্গ ২৭০; প্রথম কৃষ্ণ ২৭২; দ্বিতীয় গোবিন্দ ২৭৩; ধ্রুব ধারাবর্ষ ২৭৩; তৃতীয় গোবিন্দ ২৭৫; প্রথম অমোঘবর্ষ ২৭৮; দ্বিতীয় কৃষ্ণ ২৮১; তৃতীয় ইন্দ্র ২৮২; দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ ২৮৪; চতুর্থ গোবিন্দ ২৮৪; তৃতীয় অমোঘবর্ষ ২৮৪; তৃতীয় কৃষ্ণ ২৮৫; খোট্টিগ ২৮৭; দ্বিতীয় কর্ক ২৮৮। রাষ্ট্রকূট রাজধানী ২৮৯। *প্রশাসন-ব্যবস্থা*—রাজপদ ও রাজশক্তির দুর্বলতা ২৮৯; প্রাদেশিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ২৯০; বিষয়, ভুক্তি ও গ্রাম ২৯০; প্রশাসন ও মহাজনদের ভূমিকা ২৯০। *সমাজ-জীবন*—চতুর্বর্ণ ২৯০; অন্যান্য জাতি ২৯১; মুসলমান সম্প্রদায় ২৯১; বিবাহ ২৯২; নারী ২৯২; শিক্ষা ২৯২। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষি ২৯২; বণিক-সংগঠন ২৯৩; বাণিজ্য-পথ ২৯৩; বহির্বাণিজ্য ২৯৪; মুদ্রা-ব্যবস্থা ২৯৪। *ধর্মীয় জীবন*—বৌদ্ধধর্ম ২৯৫; জৈনধর্ম ২৯৫; ব্রাহ্মণ্যধর্ম ২৯৫; মন্দির-নির্মাণ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ২৯৬; শঙ্করাচার্য ২৯৬; ইসলাম ধর্ম ২৯৭; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ২৯৭। *ভাষা ও সাহিত্য*—সংস্কৃত সাহিত্য ২৯৭; অপভ্রংশ ২৯৯; কন্নড় সাহিত্য ২৯৯। *স্থাপত্য*—গুহা-স্থাপত্য ৩০০; সৌধ-স্থাপত্য ৩০১। ভাস্কর্য ৩০২। চিত্রকলা ৩০২। উপসংহার ৩০২।

একাদশ অধ্যায় : গুর্জর-প্রতীহার রাজবংশ : রাজবৃত্তান্ত ৩০৪—৩২৭

কতিপয় প্রাচীন গুর্জর-প্রতীহার রাজবংশ ৩০৪; রাজবংশসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ৩০৪। জালোর-উজ্জয়িনীর রাজাদের কেন গুর্জর-প্রতীহার নামকরণ ৩০৪। গুর্জরেরা ভারতীয় না বহিরাগত? ৩০৫। *জালোর-উজ্জয়িনীর গুর্জর-প্রতীহার রাজবংশ*—প্রথম নাগভট ৩০৬; ককুক ও দেবরাজ ৩০৮; বৎসরাজ ৩০৮; দ্বিতীয় নাগভট ৩০৯; রামভদ্র ৩১৩; প্রথম ভোজ ৩১৪; প্রথম মহেন্দ্রপাল ৩১৭; প্রথম মহেন্দ্রপালের উত্তরাধিকারীবৃন্দ ৩১৮; দ্বিতীয় ভোজ ৩২০; প্রথম মহীপাল ৩২০; প্রথম বিনায়কপাল ৩২২; দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল ৩২৩; দ্বিতীয় বিনায়কপাল ৩২৩; দেবপাল ৩২৩; বিজয়পাল ৩২৩; রাজ্যপাল ৩২৪; ত্রিলোচনপাল ৩২৫; যশঃপাল ৩২৫। প্রতীহার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৩২৬।

দ্বাদশ অধ্যায় : গুর্জর-প্রতীহার পর্ব : প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, স্থাপত্য—ভাস্কর্য ও সাহিত্য ৩২৮—৩৫১

প্রশাসনিক ব্যবস্থা—রাজতন্ত্র ৩২৮; রাজশক্তির সীমাবদ্ধতা ৩২৮; কেন্দ্রীয় পদস্থ রাজপুরুষবৃন্দ ৩২৮; ভুক্তি ৩২৯; মণ্ডল ৩২৯; বিষয় ৩২৯; গ্রাম ৩২৯; পঞ্চকুল ৩২৯; দণ্ডোদ্ধরণিক ৩৩০। *সমাজ-জীবন*—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ৩৩০; বর্ণ-কাঠামোর বহির্ভূত জাতিসমূহ ৩৩১; ধর্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দুসমাজে পুনর্বাসন ৩৩১; রাজপুত জাতির উদ্ভব ৩৩২। *নারী* ৩৩৩—জৌহরপ্রথা ৩৩৪; বিনোদন ৩৩৪; শিক্ষা-সংস্কৃতি ৩৩৪। অর্থনীতি-কৃষি ৩৩৫; ব্যবসা-বাণিজ্য ৩৩৫; বণিক-শ্রেণী ৩৩৭; এ পর্বে কী শ্রেণী বা বণিক-কারিগর সংঘের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল? ৩৩৭; নগরায়ণ ৩৩৯; মুদ্রা-ব্যবস্থা ৩৪০। *ধর্মীয় জীবন*—উদার দৃষ্টিভঙ্গি ৩৪১; বৈষ্ণবধর্ম ৩৪১। *শৈবধর্ম* ৩৪২—

কাপালিক, কালামুখ ও সিদ্ধান্তী ৩৪৩; শক্তিপূজা ৩৪৩; সূর্য ৩৪৪; ব্রহ্মা ৩৪৪; কার্তিকেয় ও গণেশ ৩৪৪; বৌদ্ধধর্ম ৩৪৪; জৈনধর্ম ৩৪৪; তন্ত্রসাধনা ৩৪৫। স্থাপত্য-শিল্প ৩৪৫। *ভাস্কর্য-শিল্প*—দেবায়তনে মিথুন ও রতিদৃশ্যের উপস্থাপনা ৩৪৯। *ভাষা ও সাহিত্য*—ব্রহ্মগুপ্ত ৩৪৯; মাঘ ৩৪৯; রাজশেখর ৩৫০; হরিভদ্রসূরি ৩৫০; উদ্যোতনসূরি ৩৫০; ধাইল্ল ৩৫১; আর্য ক্ষেমীশ্বর ৩৫১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : পাল রাজবংশ : রাজবৃত্তান্ত ৩৫২—৩৮১

পালদের বংশ-পরিচয় ৩৫২। প্রাক্-পালপর্বে বাংলা ৩৫৩। *পাল রাজবংশ*—গোপাল ৩৫৫; ধর্মপাল ৩৫৭; দেবপাল ৩৬৩; মহেন্দ্রপাল ৩৬৬; প্রথম শূরপাল ৩৬৬; দ্বিতীয় গোপাল ৩৬৬; প্রথম বিগ্রহপাল ৩৬৭; নারায়ণপাল ৩৬৮; রাজ্যপাল ৩৬৮; তৃতীয় গোপাল ৩৬৯; দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ৩৬৯; প্রথম মহীপাল ৩৬৯; নয়পাল ৩৭১; তৃতীয় বিগ্রহপাল ৩৭২; দ্বিতীয় মহীপাল ৩৭২; দ্বিতীয় শূরপাল—কৈবর্ত-বিদ্রোহ ৩৭৩; রামপাল ৩৭৪; কুমারপাল ৩৭৭; চতুর্থ গোপাল ৩৭৭; মদনপাল ৩৭৭; গোবিন্দপাল ৩৭৮; পলপাল ৩৭৮। পাল সাম্রাজ্যের পতন ও নতুন রাজশক্তির অভ্যুত্থান ৩৭৮; পালরাজ্যের রাজধানী ৩৭৮; পাল রাজাদের বংশ-তালিকা ও কালানুক্রম ৩৭৯।

চতুর্দশ অধ্যায় : পালপর্ব : প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সমাজ-জীবন, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ৩৮২—৪১০

প্রশাসনিক ব্যবস্থা—রাজতন্ত্র ৩৮২; রাজশক্তির দুর্বলতা ৩৮২; মন্ত্রী ৩৮২; কেন্দ্রীয় পদস্থ রাজপুরুষবৃন্দ ৩৮২; প্রাদেশিক প্রশাসন ৩৮৩; জেলা-প্রশাসন ৩৮৩; বীথী ৩৮৪; দশগ্রাম ৩৮৪; গ্রাম ৩৮৪; পাটক ৩৮৪; স্ফীত আমলাতন্ত্র ৩৮৪। *সমাজ-জীবন*—চতুর্বর্ণ ৩৮৪; অম্বষ্ঠ-বৈদ্য ৩৮৫; করণ-কায়স্থ ৩৮৫; কৈবর্ত ৩৮৬; ডোম-শবর ৩৮৬; রাষ্ট্র ও বর্ণ-ব্যবস্থা ৩৮৬; বিবাহ ৩৮৬; নারী ৩৮৬; বিনোদন ৩৮৭; শিক্ষা ৩৮৭। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষি ৩৮৭; ভূমি-রাজস্ব ৩৮৮; সেচ-ব্যবস্থা ৩৮৮; জমির মালিকানা ৩৮৮; অগ্রহার ব্যবস্থা ৩৮৯; শিল্প ৩৯২; বাণিজ্য-পথ ৩৯২; ব্যবসা-বাণিজ্য ৩৯৩; মুদ্রা ও কড়ি ৩৯৩; বহির্বাণিজ্য ৩৯৪। *ধর্মীয় জীবন*—বৌদ্ধধর্ম ৩৯৪; মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন—বজ্রযান ৩৯৬; সহজযান ৩৯৭; কালচক্রযান ৩৯৭; বৌদ্ধ দেবদেবী ৩৯৭; বৈদিক ধর্ম ও সংস্কার ৩৯৮; ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার ৩৯৮; বৈষ্ণবধর্ম ৩৯৮; শৈবধর্ম ৩৯৯; সপ্তমাতৃকা ৪০০; সূর্য ৪০১; জৈনধর্ম ৪০১। *ভাষা ও সাহিত্য*—কাব্য ৪০১; চিকিৎসাশাস্ত্র ৪০২; ধর্মীয় গ্রন্থাবলি ৪০২; বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্যাপদ ৪০৪। *স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা*—লৌকিক স্থাপত্য ৪০৪; স্তূপ ৪০৫; বিহার ৪০৫; মন্দির-স্থাপত্য ৪০৬। ভাস্কর্য-কলা ৪০৭; মৃৎশিল্প ৪০৯; পাল ভাস্কর্যশিল্পে দু'টি বিপরীতমুখী ভাবনার অভিব্যক্তি ৪০৯। চিত্রকলা ৪০৯। মন্তব্য ৪১০।

পঞ্চদশ অধ্যায় : সেন রাজবংশ ও সমকালীন বাংলা ৪১১—৪৩৮

সেন রাজাদের আদি বাসভূমি ৪১১। জাতি-পরিচয় ৪১১। *রাজকাহিনি*—সামন্তসেন ৪১২; হেমন্তসেন ৪১২; বিজয়সেন ৪১২; বল্লালসেন ৪১৫; লক্ষ্মণসেন ৪১৮; বিশ্বরূপসেন ৪২৪। *প্রশাসন-ব্যবস্থা*—রাজা ৪২৫; পদস্থ রাজপুরুষবৃন্দ ৪২৫; ভুক্তি ৪২৬; বিষয় ৪২৬; মণ্ডল ৪২৬; বীথী ৪২৬; গ্রাম-প্রশাসন ৪২৭। *সমাজ-জীবন*—ব্রাহ্মণ ৪২৭; কৌলীন্য-প্রথা ৪২৮; ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায় ৪২৯; সৎশূদ্র ৪২৯; মধ্যম সংকর ৪২৯; অধম সংকর ৪২৯; করণ-কায়স্থ ৪২৯; নারী-সমাজ ৪৩০। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষি ৪৩০; শিল্প ৪৩১; ব্যবসা-বাণিজ্য ৪৩১; কপর্দক-পুরাণ ৪৩২। *ধর্মীয় জীবন*—বৈষ্ণবধর্ম ৪৩২; শৈবধর্ম ৪৩৩; শক্তি-সাধনা ৪৩৪; সূর্যোপাসনা ৪৩৫; বৌদ্ধধর্ম ৪৩৫। *ভাষা ও সাহিত্য*—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ৪৩৫; চর্যাপদ ও দোঁহা ৪৩৭। স্থাপত্য ৪৩৭। ভাস্কর্য ৪৩৮। চিত্রকলা ৪৩৮।

ষোড়শ অধ্যায় : তঞ্জাবূরের চোল রাজবংশ : রাজবৃত্তান্ত ৪৩৯—৪৮১

ভূমিকা ৪৩৯। *বিজয়ালয়*—রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ৪৩৯ ; চোলরাজ্যের বিস্তৃতি ৪৩৯। *প্রথম আদিত্য*—শ্রীপুরম্বিয়মের যুদ্ধ ৪৪০ ; রাজনৈতিক জীবন ৪৪০ ; মৃত্যু ৪৪১ ; ধর্মমত ও ব্যক্তিজীবন ৪৪১ ; মূল্যায়ন ৪৪২। *প্রথম পরান্তক*—চোল-পাণ্ড্য সংঘর্ষ ৪৪২ ; বল্লালের যুদ্ধ ৪৪৩ ; শ্রীলঙ্কা অভিযান ৪৪৩ ; তৃতীয় কৃষ্ণের চোলরাজ্যে অভিযান ৪৪৪ ; পরান্তকের শেষ-জীবন ৪৪৪। রাজকেশরী গণ্ডরাদিত্য ৪৪৫। পরকেশরী অরিঞ্জয় ৪৪৫। *সুন্দরচোল বা দ্বিতীয় পরান্তক*—পাণ্ড্যরাজ্যে অভিযান ৪৪৬ ; শ্রীলঙ্কা অভিযান ৪৪৬ ; তোণ্ডৈমণ্ডলম পুনরুদ্ধার ৪৪৬ ; শেষ-জীবন ৪৪৬। উত্তমচোল ৪৪৭। *প্রথম রাজরাজ*—চের বা কেরল অভিযান ৪৪৭ ; গঙ্গপাড়ি, তডিগৈপাড়ি ও নোলম্বপাড়ি অভিযান ৪৪৮ ; পাণ্ড্যরাজ্যে অভিযান ৪৪৯ ; শ্রীলঙ্কা অভিযান ৪৪৯ ; উত্তরকালীন পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ্যে অভিযান ৪৪৯ ; রাজরাজ ও বেঙ্গীর প্রাচ্য চালুক্য রাজবংশ ৪৫০ ; কলিঙ্গ অভিযান ৪৫১ ; অন্যান্য সামরিক সাফল্য ৪৫১ ; রাজেন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক ৪৫১ ; শৈলেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন ৪৫১ ; ব্যক্তিগত জীবন ৪৫১। *প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব*—পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ্যে অভিযান ৪৫২ ; শ্রীলঙ্কা-বিজয় ৪৫৩ ; কেরল অভিযান ৪৫৩ ; পাণ্ড্যরাজ্যে অভিযান ৪৫৩ ; উত্তরকালীন পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ্যে পুনরভিযান ৪৫৪ ; রাজেন্দ্রচোল ও বেঙ্গীরাজ্য ৪৫৫ ; রাজেন্দ্রের উত্তর ভারত অভিযান ৪৫৫ ; রাজরাজের রাজ্যাভিষেক ৪৫৬ ; রাজরাজের সাহায্যার্থে বেঙ্গীতে সৈন্য প্রেরণ ৪৫৬ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযান ৪৫৬ ; অভিযানের কারণ ৪৫৭ ; সামুদ্রিক অভিযানের ফলাফল ও তারিখ ৪৫৯ ; পাণ্ড্যভূখণ্ডে ও কেরলে বিদ্রোহ দমন ৪৫৯ ; শ্রীলঙ্কায় বিক্রমবাহুর বিদ্রোহ ৪৫৯ ; উত্তরকালীন পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ্যে অভিযান ৪৫৯ ; মৃত্যু ৪৬০ ; ব্যক্তিগত জীবন ৪৬০ ; উপসংহার ৪৬০। প্রথম রাজাধিরাজ—রাজাধিরাজ ও শ্রীলঙ্কা ৪৬০ ; প্রথম সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সমরাভিযান ৪৬১ ; মন্তব্য ৪৬২। *দ্বিতীয় রাজেন্দ্র*—প্রথম সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ৪৬২ ; আরও কিছু তথ্য ৪৬৩। *বীররাজেন্দ্র*—বেঙ্গী অভিযান ৪৬৩ ; শ্রীলঙ্কা অভিযান ৪৬৪ ; কডারম অভিযান (?) ৪৬৪ ; বীররাজেন্দ্র ও পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ দ্বিতীয় সোমেশ্বর ৪৬৪ ; অন্যান্য তথ্য ৪৬৫। অধিরাজেন্দ্র ৪৬৫। *প্রথম কুলোত্তুঙ্গ*—চোল সিংহাসনে আরোহণ ৪৬৫ ; কুলোত্তুঙ্গ ও বেঙ্গী ৪৬৬ ; ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের চোলরাজ্য আক্রমণ ৪৬৭ ; শ্রীলঙ্কায় চোল আধিপত্যের বিলোপ ৪৬৮ ; পাণ্ড্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ৪৬৯ ; কেরলে বিদ্রোহ দমন ৪৬৯ ; প্রথম কলিঙ্গ অভিযান ৪৬৯ ; দ্বিতীয় কলিঙ্গ অভিযান ৪৭০ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ৪৭০ ; চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ৪৭০ ; গঙ্গবাড়িতে চোল আধিপত্যের বিলোপ ৪৭১ ; বেঙ্গীর বৃহদংশে চোল প্রভুত্বের অবসান ৪৭১ ; অন্যান্য তথ্য ৪৭১। *বিক্রমচোল*—গঙ্গবাড়ির কিয়দংশ পুনরুদ্ধার ৪৭২ ; দক্ষিণ বেঙ্গী পুনরুদ্ধার ৪৭২ ; বন্যার উদ্ভব ৪৭২ ; ধর্মীয় কার্যে অংশগ্রহণ ৪৭২ ; রাজ্য-পরিদর্শন ৪৭৩ ; ব্যক্তিগত জীবন ৪৭৩। *দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ*—ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ৪৭৩ ; তামিল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ৪৭৩। *দ্বিতীয় রাজরাজ*—পাণ্ড্যরাজ্যে গৃহবিবাদ ৪৭৪। *দ্বিতীয় রাজাধিরাজ*—শ্রীলঙ্কা অভিযান ৪৭৪ ; পাণ্ড্য-নীতি ৪৭৪ ; রাজ্যের অখণ্ডতা ৪৭৫। *তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ*—প্রথম পাণ্ড্য অভিযান ৪৭৫ ; দ্বিতীয় পাণ্ড্য অভিযান ৪৭৫ ; কোঙ্গু অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ৪৭৬ ; তেলুগু চোড়দের সঙ্গে সম্পর্ক ৪৭৬ ; তৃতীয় পাণ্ড্য অভিযান ৪৭৬ ; দ্বিতীয় উত্তরাভিযান ৪৭৭ ; দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ৪৭৭ ; তৃতীয় রাজরাজকে যুবরাজপদ নিয়োগ ৪৭৭ ; পাণ্ড্য আক্রমণ ৪৭৭ ; মৃত্যু ৪৭৮ ; চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৪৭৮। *তৃতীয় রাজরাজ*—কাডব বিদ্রোহ ৪৭৮ ; পাণ্ড্যরাজ্যে অভিযান ৪৭৯ ; তৃতীয় রাজেন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক ৪৭৯। তৃতীয় রাজেন্দ্র ৪৮০। উপসংহার ৪৮০।

সপ্তদশ অধ্যায় : চোলপর্বের প্রশাসন-ব্যবস্থা, সমাজ-জীবন, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ৪৮২—৫৩৩

প্রশাসন ব্যবস্থা—রাজা ও রাজপদ ৪৮২ ; রাজকর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা ৪৮৩ ; রাজগুরু ৪৮৩ ; সচিব

৪৮৪। *আমলাতন্ত্র* ৪৮৪—আমলাতন্ত্রের স্তরভেদ, নিয়োগ ও বেতন-পদ্ধতি ৪৮৫ ; প্রশাসনিক বিভাগ ৪৮৫ ; রাজস্ব-বিভাগ ৪৮৫ ; বিচার ব্যবস্থা ৪৮৭। *স্থানীয় বা গ্রামীণ প্রশাসন* ৪৮৮—প্রাথমিক গ্রামীণ পরিষদ বা সংস্থা ৪৮৮ ; সভা বা মহাসভা ৪৮৯ ; সভার গঠন-পদ্ধতি ৪৮৯ ; কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন ৪৮৯ ; *গ্রামসভার বহুমুখী কার্যাবলি*—দানাদি কর্মে সহযোগিতা ৪৯১ ; মন্দির ও মন্দির সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান ৪৯২ ; গ্রামোন্নয়ন-মূলক ক্রিয়াকলাপ ৪৯২ ; ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব ৪৯২ ; জমির শ্রেণি-বিন্যাসে সভার ভূমিকা ৪৯২ ; ভূমিস্বত্ব, জলসেচের ব্যবস্থাপনা ৪৯২ ; বিচার-কার্য ৪৯২ ; স্থানীয় অঞ্চলে কর ধার্যের ক্ষমতা ৪৯২ ; কতিপয় কার্যনির্বাহী সমিতি ৪৯৩ ; সভা-নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ ৪৯৩ ; উর ৪৯৪ ; নগরম ৪৯৪ ; নাট্টার ৪৯৪। চোল রাষ্ট্রের গঠন ৪৯৫। *সমাজজীবন*—ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ৪৯৬ ; বিভিন্ন জাতি ৪৯৭। *নারী-সমাজ*—সতীপ্রথা ৪৯৮ ; দেবদাসী প্রথা ৪৯৮। দাসপ্রথা ৪৯৮। শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৯৮। *অর্থনৈতিক জীবন*—কৃষিজ উৎপাদন ৪৯৯ ; জমির মালিকানা ৪৯৯ ; মন্দির ও ভূসম্পত্তি ৫০০ ; মন্দির ও অর্থ-সম্পদ ৫০১ ; ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা ৫০২ ; পল্লিচ্ছন্দ ৫০৬ ; কৃষির বিস্তার ৫০৬ ; সেচ-ব্যবস্থা ৫০৬ ; জমির মূল্য ৫০৭ ; জমির পরিমাপ ৫০৮ ; কারিগরি শিল্প ৫০৮ ; আন্তর বাণিজ্য ৫০৯ ; পথ-ঘাট ৫০৯ ; বিভিন্ন বণিক-সংগঠন ৫০৯ ; নগরম ৫১০ ; রাষ্ট্র ও বণিক-সংগঠন ৫১০ ; বহির্বাণিজ্য ৫১০ ; মুদ্রা-ব্যবস্থা ৫১২। *রাজস্ব*—ভূমিরাজস্ব ৫১৩। ধর্মীয় জীবন—শৈবধর্ম ৫১৪ ; আগমান্ত শৈব সম্প্রদায় ৫১৫ ; শুদ্ধ শৈব সম্প্রদায় ৫১৭ ; শৈব ভাস্কর্যের সাক্ষ্য ৫১৭ ; বৈষ্ণবধর্ম—শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় ৫১৮ ; বড়কলই ও তেনকলই ৫১৯ ; জৈনধর্ম ৫১৯ ; বৌদ্ধধর্ম ৫২০ ; সমকালীন ধর্মীয় জীবনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ৫২০। *ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ*—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ৫২১ ; তামিল ভাষা ও সাহিত্য ৫২২। *স্থাপত্য-শিল্প*—আদি পর্ব ৫২৫ ; মধ্য পর্ব ৫২৬ ; উত্তর পর্ব ৫২৮ ; ভাস্কর্য-শিল্প—তক্ষণ-শিল্প ৫২৯ ; ধাতব ভাস্কর্য ৫৩০। চিত্রকলা ৫৩২। উপসংহার ৫৩২।

অষ্টাদশ অধ্যায় : ভারতে ইসলামের বিজয়-অভিযান ৫৩৪—৫৭০

আরব জাতির অভ্যুত্থান ৫৩৪ ; আরবদের সিন্ধু বিজয় ৫৩৪—খলিফা উমারের শাসনকালে আরবদের ভারতে তিনটি নৌ-অভিযান ৫৩৪ ; হজ্জাজের কাবুল ও জাবুল অভিযান ৫৩৫ ; ওবেদুল্লা ও বুদাইলের দু'টি নৌ-অভিযান ৫৩৬ ; মোহাম্মদ বিন কাশিমের অভিযান ৫৩৬ ; দাহিরের বাধাপ্রদান ৫৩৭ ; আরবদের ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর ও মুলতান অধিকার ৫৩৭ ; কাশিমের ইরাকে প্রত্যাবর্তন ও নিধন ৫৩৮। আলপ্তিগিন ৫৪১। সবুক্তিগিন ৫৪২। সুলতান মামুদের ভারত-অভিযান ৫৪৩—মামুদের মুলতান অধিকার ও আনন্দপালের সঙ্গে সন্ধি ৫৪৬ ; যাহিরাজ্যে মামুদের পঞ্চম অভিযান ৫৪৭ ; লোহকোট অভিযান ৫৪৭ ; মথুরা ও কনৌজ অভিযান ৫৪৭ ; যাহিরাজ্যে মামুদের ষষ্ঠ অভিযান ৫৪৮ ; কিরাত, নুর ও লোহকোট অভিযান ৫৪৯ ; বিদ্যাধরের বিরুদ্ধে অভিযান ৫৪৯ ; সোমনাথ অভিযান ৫৪৯ ; জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান ৫৫০। ইয়ামিনি সাম্রাজ্যের পতন ও ঘোরিদের উত্থান ৫৫২—ঘোরিদের পেশোয়ার ও পাঞ্জাব অধিকার ৫৫৩ ; মোহাম্মদ ঘোরি ও চাহমান তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ৫৫৩ ; জয়চ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ ৫৫৬ ; রাজস্থানে কুতবউদ্দিনের সীমিত সাফল্য ৫৫৭ ; চন্দেল্লদের বিরুদ্ধে কুতবউদ্দিনের সাময়িক সাফল্য ৫৫৭ ; মোহাম্মদ ঘোরির গজনির সিংহাসনে আরোহণ ও খোকরদের সঙ্গে সংঘর্ষ ৫৫৮ ; মোহাম্মদ ঘোরির মৃত্যু ও কুতবউদ্দিনের ক্ষমতা লাভ ৫৫৮। ইসলামের প্রসারে ইলতুৎমিসের ভূমিকা ৫৫৯। ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ও পূর্ব ভারত ৫৫৯—নুদিয়া অভিযান ৫৬০ ; নুদিয়া জয়ের তারিখ ৫৬৩ ; বখতিয়ারের গৌড়-বিজয় ৫৬৪ ; মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত—অভিযান ৫৬৪ ; বখতিয়ারের শেষ-জীবন ৫৬৫। অসম ও পূর্ব বাংলায় ইসলামি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ৫৬৬। হিন্দু রাজশক্তির ব্যর্থতার কারণ-অনুসন্ধান ৫৬৬।

ঊনবিংশ অধ্যায় : চিন, তিববত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ৪৭১—৫৯৯

চিন ৫৭১—চিনা শ্রমণদের ভারত পরিদর্শন ৫৭১ ; চিনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে ভারতীয় শ্রমণদের অবদান ৫৭২ ; ভারত-চিন দৌত্য বিনিময় ৫৭৩ ; ভারত-চিন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ৫৭৪। তিববত ৫৭৫—তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রসার ৫৭৬ ; তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে ভারতীয় ভিক্ষুদের অবদান ৫৭৭ ; ভারতীয় সংস্কৃতিতে তিব্বতি অবদান ৫৭৮। ইন্দোনেশিয়া ৫৭৮—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ৫৭৮ ; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ৫৮১ ; দেশীয় সাহিত্যে ভারতীয় প্রভাব ৫৮২ ; ইন্দোনেশীয় সমাজ-জীবনে ভারতীয় প্রভাব ৫৮৩। কামপুচিয়া ৫৮৩—দেশ, নগর, নগরী, নদ, নদী ও রাজাদের নামকরণে ভারতীয় প্রভাব ৫৮৩ ; ভারতীয় ধর্মের আধিপত্য ৫৮৪ ; সংস্কৃত ভাষার বিপুল জনপ্রিয়তা ৫৮৪ ; সমাজ-ব্যবস্থায় ভারতীয় প্রভাব ৫৮৫। ভিয়েতনাম ৫৮৬—রাজপরিবার ও জনজীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ৫৮৬ ; সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন ৫৮৭ ; শৈবধর্মের জনপ্রিয়তা ৫৮৮ ; বৌদ্ধধর্মের সমাদর ৫৮৮ ; স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে ভারতীয় প্রভাব ৫৮৯। মায়ানমার ৫৮৯—রাজন্যকুল ও অভিজাত মহলে ভারতীয় নামের জনপ্রিয়তা ৫৮৯ ; বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ৫৯০ ; অনিরুদ্ধ ৫৯১ ; ক্যনজিৎথ ৫৯১ ; সংস্কৃত ও পালি ভাষার চর্চা ৫৯৩। তাইল্যান্ড ৫৯৩—সুখোদয় ৫৯৪ ; রাজাদের ও শহরগুলির নামকরণে ভারতীয় প্রভাব ৫৯৪ ; থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রসার ৫৯৫। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারের কারণ ও প্রকৃতি ৫৯৫।

নির্দেশিকা ৬০১—৬২৬

মানচিত্র ৬২৭—৬৩০

লিপিচিত্র ৬৩১—৬৩৬

শুদ্ধিপত্র ৬৩৭